কলেজে তোলাবাজি রুখতে নিয়ম বদল করল শিক্ষা দফতর

মেধার ভিত্তিতেই পড়ুয়াদের ভর্তি: পার্থ

স্টাফ রিপোর্টার : কলেজে ভর্তির নামে তোলাবাজি আটকাতে নতুন নিয়ম আনল রাজ্য সরকার। ভর্তির সময় স্বশরীর কলেজে উপস্থিতির প্রয়োজন নেই। মঙ্গলবার উচ্চশিক্ষা দফতরের তরফে নির্দেশিকা জারি করে এমনটাই জানিয়েছে। নতুন নিয়মে বলা হয়েছে, ভর্তির ক্ষেত্রে আপাতত নথি যাচাই ও কাউন্সেলিংয়ের প্রয়োজন নেই। টাকা জমা দেওয়ার জন্য ই-পেমেন্টের কথা বলা হয়েছে। মেধার ভিত্তিতে পড়ুয়ারা ভর্তি হবেন, তা এদিনও স্পষ্ট করে দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, 'মেধা ছাড়া ভর্তির আর কোনও উপায় নেই। আমাদের মূল্য লক্ষ্য, মেধার ভিত্তিতেই ছাত্রদের কলেজে ভর্তির ব্যবস্থা করা। সেখান থেকে আমরা সরব না।' তোলাবাজির ঘটনায় বহিরাগতদের প্রভাব বরদাস্ত করা হবে না বলেও জানিয়ে দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। গত কয়েকদিন ধরেই শহরের বিভিন্ন কলেজে ভর্তির নামে তোলাবাজির অভিযোগ উঠেছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার নবান্ন যাওয়ার পথে ভর্তি পরিস্থিতি দেখতে আচমকাই আশুতোষ কলেজে পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রী। পরে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ময়দানে নামেন শিক্ষামন্ত্রীও। প্রথমে জয়পুরিয়া ও পরে মণীন্দ্র চন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথ কলেজে যান পার্থ চট্টোপাধ্যায়। কথা বলেন ভর্তি হতে আসা ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে অভিভাবক ও কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও।

এই ইস্যুতে যে সরকার কোনওভাবেই নরম মনোভাব নেবে না, তা সোমবারই পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন। মঙ্গলবারও নাকতলায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে সেই কথা আরও একবার জানিয়ে দেন। আর তোলাবাজি রুখতে তাঁর দফতরের পদক্ষেপের ব্যাপারেও স্পষ্ট করে দেন তিনি। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'আমরা চাই, মেধার ভিত্তিতে তালিকা তৈরি হোক। সেই তালিকায় জানানো হোক, কোন বিষয়ে কত আসন রয়েছে। যারা মেধা তালিকায় থাকবেন তারা নির্দিষ্ট ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেবেন।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা এখনই কাউন্সেলিং চাই না। নথি যাচাইয়েরও এখন প্রয়োজন নেই। আগে ভর্তির প্রক্রিয়া শেষ হোক। ক্লাস শুরু হলে তখন নথি যাচাই করা যাবে। তখন যদি বেনিয়ম ধরা পড়ে সেক্ষেত্রে তার দায় পড়ুয়াকেই নিতে হবে। কিন্তু এখন ভর্তি আটকানো যাবে না।'

বিভিন্ন কলেজে ভর্তির নামে তোলাবাজির ঘটনায় ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ধরপাকড় শুরু করেছে কলকাতা পুলিশ। অভিযোগের ভিত্তিতে বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতারও করেছে তারা। অন্যান্য অভিযুক্তদের পাকড়াও করতে তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। এই অবস্থায় উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণরা যাতে হতাশ না হয়ে পড়েন সে কথা মাথায় শিক্ষামন্ত্রীর আশ্বাস, 'আমরা সাড়ে চার লক্ষ সিটের ব্যবস্থা করে রেখেছি। তাই চিন্তার কোনও কারণ নেই। সবাই যাতে ভর্তি হতে পারেন তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

শিক্ষামন্ত্রীর আরও সংযোজন, 'শিক্ষার মানোন্নয়নই আমাদের মূল লক্ষ্য। ছাত্র-ছাত্রীদের যাতে পড়ার জন্য বাইরে যেতে না হয় সেই ব্যবস্থাই আমরা করেছি। শিক্ষার মানোন্নয়নের উপর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম থেকেই গুরুত্ব দিয়ে আসছেন। আমরাও তাঁর নির্দেশ মতোই কাজ করে যাচ্ছি।'

তোলাবাজি নিয়ে কারোর যদি অভিযোগ থাকে সেই বিষয়টি জানানোর জন্যও পরামর্শ দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। তোলাবাজি ঠেকাতে মুখ্যমন্ত্রীর যে উদ্যোগ তার প্রশংসা করে পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী কতটা সজাগ তা প্রমাণিত হয়েছে।'

দেওরকে বেশি ভালবাসে শ্বশুর, তাই বৌদির হাতে খুন নাবালক

স্টাফ রিপোর্টার : মেটিয়াবুরুজের পাহাড়পুর রোডের আট বছরের শিশু'র অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্যকর স্বীকারোক্তি বৌদির। নাবালক দেওরকে শ্বশুরমশাই বেশি ভালবাসেন, সেই অপরাধে দেওরকে খুন করেছে বৌদি। স্বামীর সামনে এমন স্বীকারোক্তিই দিল খুনি বৌদি।

গত ২৯ জুন মেটিয়াবুরুজ থানায় দুখুরাম দাসের দ্বিতীয় ছেলে ক্লাস থ্রিয়ের ছাত্র রাজু দাস (৮) এর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা দায়ের করা হয়। প্রথমদিকে এই ঘটনাকে সাজানো হয়েছিল দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর আকারে। বলা হয়েছিল, ঘটনার দিন দুপুরে রাজুর মা ডলি দাস ও বৌদি প্রিয়াঙ্কা দাস ঘুমোচ্ছিলেন। দুপুর তিনটে নাগাদ ডলিদেবীর ঘুম ভাঙলেন ছেলের খোঁজ করতে থাকেন। সব জায়গায় খোঁজার পর শৌচাগারে একটি ড্রামের জলে ডুবন্ত অবস্থায় দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় রাজুকে। সেখানে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ডাক্তাররা। সে সময় প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছিল ড্রামের ভেতরে ঢুকে মাঝেমধ্যেই স্নান করত রাজু। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে রাজুর মৃত্যু জলে ডুবে হওয়ার কথা বলাতে পুলিশ একপ্রকার নিশ্চিত হয়ে যায় দুর্ঘটনাজনিত কারণে মৃত্যু হয়। কিন্তু ঘটনার মোড় ঘুরল সোমবার রাতে বৌদির স্বীকারোক্তিতে। রাজুর বৌদি বছর ১৯-এর প্রিয়াঙ্কা স্বামী সুব্রতকে জানায় ঘটনার দিন রাজুকে ড্রামের জলের মধ্যে ডুবে থাকা অবস্থায় দেখে ড্রামের ঢাকনা আটকে দেয় সে। স্বামীকে সে আরও বলে শ্বশুরমশাই তার স্বামীর থেকে দেওর রাজুকে বেশি ভালবাসার কারণে রাজুর বিরুদ্ধে তার মনে সব সময় রাগ জমে থাকত। আর তাই সে সুযোগ পেয়ে রাজুকে খুন করেছে। এরপরেই স্বামী সুব্রত খবর দেয় পুলিশে এবং বিষয়টি জানতে পেরে পরিবারের সদস্যরা প্রিয়াঙ্কাকে নিয়ে থানায় যায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার দিন দুপুরে শাশুড়ির সঙ্গে শুয়েছিল প্রিয়াঙ্কা। সে সময় সে খেয়াল করে রাজু ড্রামের জলে ঢুকে স্নান করছে। এরপরেই কাউকে কিছু না বলে চুপচাপ বাথরুমে গিয়ে ড্রামের ঢাকনা লাগিয়ে দেয় প্রিয়াঙ্কা। সুব্রত পরিবারের তরফ থেকে ইতিমধ্যে প্রিয়াঙ্কা দাসের বিরুদ্ধে খুনের মামলা দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্ত প্রিয়াঙ্কা দাসকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে মেটিয়াবুরুজ থানার পুলিশ। ঘটনার দিন আর কী কী ঘটে ছিল বা ঠিক কীভাবে রাজুর মৃত্যু হয়েছিল তা জানতে চাওয়া হচ্ছে প্রিয়াঙ্কার কাছ থেকে। কিন্তু প্রিয়াঙ্কার স্বীকারোক্তির পরও থেকে যাচ্ছে বেশ কিছু প্রশ্ন। প্রিয়াঙ্কা তার স্বীকারোক্তিতে বলেছে যে রাজুকে মারার জন্য সে ড্রামের ঢাকনা আটকে দিয়েছিল। তাহলে রাজুর মৃত্যুর পর প্রিয়াঙ্কা কি আবার এসে ওই ঢাকনা খুলে দিয়েছিল? না হলে ডলিদেবী যখন মৃত অবস্থায় ছেলেকে ড্রামের মধ্যে দেখলেন তখন ঢাকনা লাগানো অবস্থায় ড্রামটিকে দেখলেন না কেন? যদি দেখে থাকেন তাহলে পুলিশকে তা জানাননি কেন? সেক্ষেত্রে এই ঘটনার পেছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না তা নিয়ে সন্দেহ থেকে যাচ্ছে।

বিনোদনের স্বাদ দিতে অগাস্টেই বাজারে বসছে 'মিউজিক সিস্টেম'

স্টাফ রিপোর্টার: 'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে' থেকে শুরু করে 'চুরালিয়া হ্যায় তুমনে জো দিলকে' সবই থাকছে গানের তালিকায়। সবজি, মাছ, মাংস বিক্রি করতে করতে একঘেয়ে ওঠেন বিক্রেতারা। তবে সেই দিন শেষ। তাঁদের একঘেয়েমি কাটাতেই অভিনব ব্যবস্থা কলকাতা পুরসভার। আমরা জানি, বাজার মানেই একটু অন্যরকম। অর্থাৎ সেখানে দৈনন্দিন বাজার করতে যায় মানুষ। সেখানে বিনোদের আয়োজন! এটা ভাবতে বেশ অবাক হয়ে উঠছেন মানুষজন। তবে সেখানে সকাল সন্ধ্যে চলবে গান। আর সেই ব্যবস্থাই করছে কলকাতা পুরসভা। বাজার শুরু হওয়া থেকেবন্ধ হওয়া পর্যন্ত চলবে গানের মেলা। এমনটাই জানান মেয়র পারিষদ তারক সিং। তিনি জানান,'অগাস্ট মাসেই ১১৮ নং ওয়ার্ডের একটি বাজারে বসছে মিউজিক সিস্টেম। সবই প্রায় রেডি হয়ে গেছে। শিগগিরি বসানো হবে।' পুরসভার বাজার দফতর এই বিষয়টি দেখছে বলেই জানান মেয়র পারিষদ তারক সিং।

বাজারের ওরকম কোলাহোলের মধ্যে গান চলবে? এও সম্ভব। এমনই প্রশ্ন উঠেছে মানুষের মধ্যে। বাজারে চলবে গান এই প্রশ্ন করায় এক ব্যক্তি উত্তর দেন, বাজারেতো মানুষ বাজার করতে যায়, গান শুনতে কি যায়? এ আবার কেমন কথা। তবে আর এক ব্যক্তি বলেন, খুবই ভালো বিষয়। এখনতো আমরা যেকোনও রেস্টুরেন্টে গেলেও গান শুনতে পাই। সেরকমই বাজারে হলেতো ভালোই হবে। আর বিক্রেতারাও বেশ খোশমেজাজে থাকবেন। তিনি আরও বলেন, বিক্রেতারা ভালো মুডে থাকলে আমাদেরও বেশ মজাই লাগবে। এরকমই প্রতিক্রিয়া মানুষের মধ্যে। এরকম অভিনব ভাবনা করছে পুরসভা। বাজার মানেই অনেক লোকের সমাগম। সেখানে গান কেউ শুনবেন? এমনও ভাবনা রয়েছে একাংশের মানুষের। তবে অনেকেই এর উল্টোটাও ভাবছেন। নতুন ভাবনার কথা জানতে পেরে বেশ উৎসাহী শহরের মানুষজন। গান শুনতে ভালোবাসেননা এরকম অনেক কম লোকই রয়েছেন। বাজারে ঢুকলেই দেখা যায় কেউ রেডিওতে আবার কেউ মোবাইলেও গান শুনছেন। মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতেও গান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আর সারাদিন শুধু সবজির দাম, কিংবা আজ মাংসের কিলো কত করে বা মাছের ডিম আছে? এইসব প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতেও হাঁপিয়ে ওঠেন বিক্রেতারাও। সেখানে গানের ব্যবহার তাদের চাঙা করে তুলবে। তাই এমন ভাবনা পুরসভার।

মঙ্গলবার নিউটাউনে একাধিক সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন করছেন নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।

ভর্তির জন্য টাকা নিতে গিয়ে হাতেনাতে ধৃত ছাত্র

স্টাফ রিপোর্টার: ভর্তির জন্য তোলাবাজি করতে গিয়ে ধৃত এক ছাত্র। তিতান ঘোষের পর এবার পুলিশের জালে শেখ জসিমউদ্দিন। ছাত্র ভর্তির জন্য টাকা চাওয়ায় গ্রেফতার করা হল সুরেন্দ্রনাথ কলেজের এই ছাত্রকে। মঙ্গলবার দুপুর ২টো নাগাদ জগৎ সিনেমার সামনে থেকে হাতেনাতে ধরা পড়ে শেখ জসিমউদ্দিন। ছাত্র ভর্তি নিয়ে 'তোলাবাজি' রুখতে সোমবারই রাস্তায় নামেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিনই ভর্তির পরিস্থিতি দেখতে শহরের তিনটি কলেজে যান খোদ শিক্ষামন্ত্রীও। প্রশাসনিক চাপে তৎপর হয় পুলিশ। প্রথমে লালবাজারের গোয়েন্দাদের হাতে ধরা পড়ে জয়পুরিয়া কলেজের প্রাক্তন জিএস তিতান ঘোষ। আর মঙ্গলবার ধরা পড়ল বছর কুড়ির শেখ জসিমউদ্দিন।

পুলিস সূত্রে খবর, হাওড়ার পাঁচলার বাসিন্দা শ্রেয়সী পাত্রকে জুলজি (অনার্স)-তে ভর্তি করিয়ে দেওয়ার জন্য ৩০ হাজার টাকা চায় শেখ জসিমউদ্দিন। টাকা নিয়ে মঙ্গলবারই জগৎ সিনেমার সামনে আসতে বলা হয় শ্রেয়সীকে। জসিমউদ্দিনের কথা মতো বাবা সম্পদ পাত্রকে নিয়ে জগৎ সিনেমার সামনে আসেন শ্রেয়সী। সেখানে আগে থেকেই ফাঁদ পেতে ছিল গোয়েন্দারা। নির্ধারিত সময়েই সেখানে আসে জসিমউদ্দিন। সেখানেই শ্রেয়সীর কাছ থেকে ৩০ হাজার টাকা নিতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা হয় দ্বিতীয়বর্ষের এই ছাত্রকে। আদপে মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা জসিমউদ্দিন এপিসি রোডে একটি হোস্টেলে ভাড়া থাকত। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর ভর্তির নামে তোলাবাজির ঘটনায় তৎপর কলকাতা পুলিশ।

বাংলাদেশির কাছ থেকে টাকা লুঠ, ধৃত ৫

আকাশ বিশ্বাস

ঘুরতে এসে সর্বস্বান্ত হলেন বাংলাদেশের ৬ পর্যটক। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে নিউটাউন থানা এলাকায়। পুলিশ সূত্রে খবর, বাংলাদেশের সাতক্ষীরা থেকে বৈধ পাসপোর্ট ও ভিসা নিয়ে সোমবারই নিউটাউন থানা এলাকার কৃষ্ণপুর রামকৃষ্ণপল্লীতে এক আত্মীয় শ্যামল ঢালির বাড়িতে আসেন ৬ জনের ওই বাংলাদেশি পর্যটকের দল। বাংলাদেশ থেকে নিউটাউনে এসে আত্মীয় শ্যামল ঢালিকে ফোন করেন তারা। তবে সেই সময় বাড়িতে না থাকায় ওই ৬ জনকে একটু অপেক্ষা করতে বলেন শ্যামল ঢালি। কাছেই একটি মাঠে অপেক্ষা করতে থাকেন তাঁরা। সেই সময় স্থানীয় ক্লাবের জনা দশেক যুবক এসে প্রথমে বাড়ি কোথায় জানতে চায়, বৈধ কাগজপত্র আছে কী না তাও জানতে চায়। অভিযোগ, প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগেই ওই যুবকেরা তাঁদের বেধড়ক মারতে আরম্ভ করে। এমনকী ওই ৬ পর্যটকদের কাছ থেকে মোবাইল ও প্রায় লক্ষাধিক টাকাও কেড়ে নেয়। এর পরই ওই বাংলাদেশি নাগরিকেরা কলকাতায় বাংলাদেশ উপ-দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাদেরই সহযোগিতায় নিউটাউন থানায় অভিযোগ জমা পড়ে। পরে নিউটাউন থানার পুলিশ তদন্ত করে ঘটনায় অভিযুক্ত পাঁচজনকে গ্রেফতার করে। উদ্ধার হয় খোয়া যাওয়া চারটি মোবাইল। তবে কেড়ে নেওয়া টাকা এখনও উদ্ধার করতে পারেনি নিউটাউন থানার পুলিশ। শ্যামল ঢালি'র বক্তব্য, 'পুরীতে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা দেখতে আমার এক ভাগ্নে তার পাঁচ বন্ধুকে নিয়ে সোমবার সন্ধ্যাবেলা আমার বাড়ি আসে। আমাকে ফোনও করে তবে আমরা একটি বিয়ে বাড়িতে থাকায় ওদের অপেক্ষা করতে বলি। মাঠে অপেক্ষা করার সময় স্থানীয় সূর্যোদয় ক্লাবের ছেলেরা এসে ওদের কাছে তোলা চায়। তবে তা দিতে অস্বীকার করায় মারধর করে মোবাইল ও টাকা কেড়ে নেয়।' গোটা ঘটনায় রীতিমতো স্তম্ভিত আক্রান্তরা।

সাতক্ষীরার আশাশুনি থানার বড়দল এলাকার বাসিন্দা শিবপদ সরদার বলেন, 'আমি বন্ধুদের নিয়ে মামার বাড়ি এসেছিলাম। মামা অপেক্ষা করতে বলায় সামনের একটি মাঠে অপেক্ষা করছিলাম। কয়েকজন ছেলে এসে আমরা কোথা থেকে এসেছি তা জানতে চায়। বাংলাদেশ থেকে এসেছি শুনে আমাদের কাছে টাকা চায়, আমরা দিতে রাজি না হওয়ায় মারধর করে মোবাইল ও কয়েকলক্ষ টাকা কেড়ে নিয়ে পালায়।' স্থানীয় থানায় অভিযোগ জানান। বিধাননগরের পুলিশ কমিশনার (হেড কোয়ার্টার) অমিত জাভেলগির বক্তব্য, 'বৈধ ভাবে এদেশে আসা ৬জনকে মারধর করে লুঠ করা হয়েছে, আমরা ৫জনকে গ্রেফতার করেছি। ধৃতদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

উদ্বেগ প্রকাশ শঙ্খ ঘোষ সহ বিশিষ্টদের

স্টাফ রিপোর্টার : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা সংক্রান্ত বিতর্ক ও অনিশ্চয়তা নিয়ে এবার উদ্বেগ প্রকাশ করলেন শঙ্খ ঘোষ সহ সমাজের বিশিষ্টরা। মঙ্গলবার এক বিবৃতি জারি করে তারা জানান, 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে র পরীক্ষা সংক্রান্ত বিতর্ক ও অনিশ্চয়তা নিয়ে আমরা গভীরভাবে বিচলিত। কোনও পাঠ্যক্রমের ছাত্র বা সম্ভাব্য ছাত্রদের যোগ্যতার বিচার সেই পাঠ্যক্রমের শিক্ষকরাই সবচেয়ে ভালভাবে করতে পারেন, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। এক্ষেত্রে কথাটা আরও প্রযোজ্য। কারণ, যাদবপুরের এই এই বিভাগগুলি এক সাময়িক পদ্ধতিতে বহু বছর, হয়তো কয়েক দশক ধরে ছাত্র নির্বাচন করে আসছে। সেই ছাত্ররা পরে দেশে-বিদেশে সাফল্য লাভ করছে। বিশ্ববিদ্যালয় তথা রাজ্য ও দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছে।' যে বিবৃতি জারি করা হয়েছে তাতে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রভর্তি নিয়ে ওঠা বিতর্ক প্রসঙ্গেও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এই বিশিষ্টরা। শঙ্খ ঘোষ ছাড়াও নবনীতা দেব সেন, অশোকরঞ্জন ঠাকুর সিদ্ধার্থ দত্ত, সুকান্ত চৌধুরির স্বাক্ষর রয়েছে বিবৃতিতে।

মুখ্যমন্ত্রীর ফোন পেয়ে তুমুল তৎপরতা পুরসভায়

স্টাফ রিপোর্টার: বেহালার বেহাল দশা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফোন করেন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়কে। কেন এমন অবস্থা, কী কারণে জল জমছে এবং জনজীবন অচল হয়ে পড়ছে সেই সব কথা জানতেই সোমবার ফোন করে মুখ্যমন্ত্রীকে মেয়রের কাছে জানতে চান। অবশ্য মেয়র আশ্বাস দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে জানান যে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এবং তিনি নিকাশি বিভাগের মেয়র পারিষদকে এর ব্যবস্থা নিতে বলেন। ফলে ঠিক তার পরের দিন অর্থাৎ মঙ্গলবার কাজে নেমে পড়ে নিকাশি বিভাগ। মেয়র পারিষদ(নিকাশি) তারক সিং এদিন বেহালা পাম্পি স্টেশনগুলির পরিদর্শনে যান। সেখানে গিয়ে তিনি সমস্ত কাজ খুটিয়ে দেখেন। মূলত বেহালা ফ্লাইয়িং ক্লাব এবং বেগোরখাল পাম্পিং স্টেশনের কাজ দেখেন। সেখানে কেইআইআইপি এর কাজ হচ্ছে। মূলত দুটি বেসরকারি সংস্থার হাতেই কাজ দেওয়া হয়েছিল। বেহালা বেগোরখালের পাম্পিং স্টেশনের কাজ চলছিল তা এপ্রিল মাসেই শেষ হওয়ার কথা ছিল। তবে কেন তা শেষ হয়নি সে কথা তারকবাবু জানতে চায়। তবে তাদের উত্তরে সন্তুষ্ট হয়নি বলেই জানা গেছে। আরও জানা গেছে, যদি ১০ তারিখের মধ্যে সব কাজ না শেষ হয় তাহলে সেই সংস্থার বিরুদ্ধে পেনাল্টি ফাইনও করা হবে।

অন্যদিকে তারকবাবু জানান, 'বেহালা ফ্লাইয়িং ক্লাবের পাম্পিং স্টেশনের যে ক্যাপাসিটি ছিল তার থেকে ৩৩ শতাংশ বাড়ানো হল।'

প্রসঙ্গত, প্রবল বর্ষার কারণে বেহলার একাংশ বেহাল হয়ে পড়ে। রাস্তায় জল জমে জনজীবন অচল হয়ে পড়েছিল। অবশ্য বেশি মাত্রায় বৃষ্টি হলেই বেহালার এরকম অবস্থা হয়। তবে পুরসভার থেকে বছরভর কাজ চলছে। পুরসূত্রে খবর, বেহালার এই জল জমার পেছনে কারণ রয়েছে। সেখানে কেইআইআইপি'র কাজ চলছে। তবে এবার যে ভয়ানক বৃষ্টি হয়েছে তাতে সমস্যায় পড়তে হয়েছে বেহালার মানুষকে। আর সেই সমস্যার কথা জানতে পেরেই মুখ্যমন্ত্রী ক্ষুব্ধ হয়ে মেয়রকে ফোন করে জানতে চান কেন এমন হচ্ছে? দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ারও নির্দেশ দেন তিনি। তৎপর হয়ে ওঠে কলকাতা পুরসভা। কাজেই ব্যবস্থা নিতে মেয়র পারিষদ ছুটে যান।

ভর্তির নামে তোলাবাজির ঘটনায় বিজেপি'র বিক্ষোভ

স্টাফ রিপোর্টার: কলেজে ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে তোলাবাজির বিরুদ্ধে আজ করুণাময়ীতে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি নেয় বিজেপি যুব মোর্চা। কিন্তু পুলিশ তাদের কর্মসূচির কোনও অনুমতি দেয়নি। বিজেপি কর্মীরা করুণাময়ীতে আসতেই পুলিশের সঙ্গে বচসা শুরু হয়। বিজেপি কর্মীরা করুণাময়ী থেকে সরে গিয়ে বাসস্ট্যান্ডের কাছে ছোট পথসভা করার আবেদন জানায়। কিন্তু পুলিশ রাজি হয়নি। বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, হঠাৎ পুলিশ রুদ্রমূর্তি ধারণ করে এবং বিজেপি কর্মীদের প্রিজন ভ্যানে তোলা শুরু করে। ৪০ জন কর্মীকে আটক করা হয়। এছাড়া কয়েকজন মহিলা কর্মীকেও আটক করা হয়েছে। বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, তাঁদের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পুলিশ পালন করতে দেয়নি। ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে তোলাবাজির মতো গুরুত্বর অভিযোগ উঠেছে বিভিন্ন কলেজে। তোলাবাজি আটকানোর বদলে পুলিশ বিরোধীদের আটকানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা বিজেপি যুব মোর্চা সভাপতি মণিকাঞ্চন পাল বলেন, বিভিন্ন কলেজে টাকা নিয়ে ছাত্র ভর্তি করানো হচ্ছে। কলেজ ও বিষয়ের উপর তোলার পরিমাণ ঠিক হচ্ছে। এই তোলার টাকার একটা বড় অংশ টিএমসি'র পার্টি ফান্ডে যাচ্ছে। আমরা চাই মেধা ভিত্তিতে ছাত্ররা কলেজে পড়ার সুযোগ পাক। এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে গরিব ও দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবে না। আমরা এর প্রতিবাদ করতে এলে পুলিশ আমাদের আটকে দিচ্ছে।